তথ্যের অধিকার: পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে তথ্যের অধিকার আইন প্রয়োগের অবস্থা বেশ খারাপ। কারণ, এজন্য তেমন কোনও প্রচার নেই এরাজ্যে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই আইন অনুযায়ী যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল, তা লঙ্ঘন করা হয়েছে

সুব্রত কুণ্ডু

দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা এবং সুশাসনের লক্ষ্যে বলবৎ হওয়া 'তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫'-এর বয়স চার বছর হয়ে গেল। এর মধ্যে গোটা ভারতজুড়েই তথ্যের অধিকারের প্রয়োগ ও ব্যবহার নিয়ে যথেষ্ট উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এমনকী বিহার— যে রাজ্যকে দুর্নীতিতে সব থেকে আগে রাখা হয়, সেখানেও কল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য জানার আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই আইন প্রয়োগের অবস্থা বেশ খারাপ। কারণ এখানে কোনও প্রচার নেই। প্রায় সব ক্ষেত্রেই আইন অনুযায়ী যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল, রাজ্য সরকার তা লঙ্ঘন করেছে। যেমন, আইনে বলা হয়েছিল, আইন কার্যকর হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে (১২ অক্টোবর, ২০০৫-এর মধ্যে) সরকার তথ্য সরবরাহের উপযোগী তথ্যের অধিকার নিয়মবিধি চালু করবে। কিন্তু এই রাজ্যে নিয়মবিধি তৈরিতে লেগে গেল আরও ১৬৭ দিন। নিয়মবিধি পাস হল, কিন্তু কোন শিরোনামে টাকা জমা নেওয়া হবে, তা সেখানে দেওয়া হল না। ফলে আবেদনকারী এবং তথ্য সরবরাহকারী উভয়েই পড়লেন বিপাকে। আর, এ নিয়ে টানাপোড়েনের পর টনক নড়ল সরকারের। ২০০৭-এর পয়লা মার্চ ঘোষণা করা হল অর্থ জমা নেওয়ার শিরোনাম।

দ্বিতীয়ত, এই আইন মোতাবেক জন-কর্তৃপক্ষ বা পাবলিক অথরিটি হিসেবে রাজ্যের বিধানসভারও তথ্য সরবরাহের নিজস্ব নিয়মবিধি হওয়া উচিত। কিন্তু এখনও অবধি কোনও নিয়মবিধি তৈরি হয়নি। বিধানসভার পিআইও কে, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভালর জন্য য়িনমকানুন বানাচ্ছেন, তাঁরাই এক অর্থে আইন লঙ্ঘন করছেন।

সরকার এখন বলছেন সুশাসন ব্যবস্থার কথা। অর্থাৎ শাসনব্যবস্থা হওয়া উচিত সহভাগী, স্বচ্ছ, এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। সেই কারণেই সুশাসনের জন্য তথ্যের অধিকার আইন এক্ষেত্রে একটি প্রধান হাতিয়ার, যা প্রশাসনকে সহভাগী, স্বচ্ছ এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ করে তুলতে পারে। কিন্তু শুধু মুখে বললেই কাজ হয়ে যাবে, এমনটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। এই সূত্রেই, 'তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫' নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ও এই বিষয়ে রাজ্যের অবস্থার কথা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরলাম।

রাজ্য তথ্য কমিশন: (১) আমাদের রাজ্যে ১২.১২.২০০৫ তারিখে রাজ তথ্য কমিশন গঠিত হয় এবং ২২ ডিসেম্বর ২০০৫-এ মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ নেন অরুণকুমার ভট্টাচার্য। তিনি এখনও অবধি ওই পদেই বহাল রয়েছেন। কিন্তু তথ্যের অধিকার আইনে বলা হয়েছে, সর্বাধিক ১০ জন তথ্য কমিশনার নিয়োগের কথা। যাতে দ্রুত, গোটা রাজ্যজুড়ে এই আইন মোতাবেক শুনানি সম্ভব হয়। জটিল মামলাগুলিতে কমিশনারদের বেঞ্চ গঠন করে শুনানি করা যায়। এরকমটাই কিন্তু কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন এবং অন্যান্য রাজ্য তথ্য কমিশন করছে। আমাদের রাজ্যে কিন্তু একজনই তথ্য কমিশনার। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট সময় লাগছে। সমস্ত শুনানি হচ্ছে কলকাতায়। ফলে কলকাতার বাইরের জেলাগুলির আবেদনকারীদের কলকাতায় এসে তাতে অংশ নিতে হচ্ছে। এতে তাদের অনেক অর্থদণ্ড হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি পক্ষ থেকে যারা আসছে, তাদের